গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন (৪র্থ তলা)
১৫ কলেজ রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

নং জেএসসি/পনিদ/নিয়োগ-৬ষ্ঠ বিজেএস/৩/২০১১/৮১০ তারিখঃ ১৪/০৭/২০১১ইং

বিজ্ঞাপন

ষষ্ঠ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০১১ (৬ষ্ঠ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১১)

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের **সহকারী জজ** পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে বাছাই, মনোনয়ন ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অনুসারে যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

১। **পদ সংখ্যা ঃ**
১২৫ (একশত পঁচিশ)
(পদ সংখ্যা বাড়ানো বা কমানোর অধিকার সংরক্ষিত)

২। **বেতন স্কেল ঃ**
টাকা ১১,০০০-৪৯০X৭-১৪,৪৩০-ইবি-৫৪০X১১-২০,৩৭০ তৎসহ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন-ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এ বর্ণিত অন্যান্য সুবিধাদি।

৩। **আবেদনপত্র সংগ্রহ ও পৌছানোর শেষ তারিখ এবং ঠিকানা ঃ**

(ক) আবেদনপত্র ফরম **২৬/০৭/২০১১ ইং তারিখ হতে ১৮/০৮/২০১১ইং** তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্র ফরম সোনালী ব্যাংকের যে সকল শাখায় পাওয়া যাবে তার তালিকা এবং পরীক্ষার ফি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনুচ্ছেদ- ১১ এবং ১২ তে বর্ণিত আছে।

(খ) আবেদনপত্র পৌছানোর **শেষ তারিখ ১৮/০৮/২০১১ ইং**। প্রার্থীগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে **সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন (৪র্থ তলা), ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০** ঠিকানায় আগামী **১৮/০৮/২০১১ ইং তারিখ বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে** সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে পৌছান নিশ্চিত করবেন। যে মাধ্যমেই পাঠানো হোক না কেন আবেদনপত্র উক্ত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত ঠিকানায় পৌছান প্রার্থীর দায়িত্ব। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে কোন অবস্থাতেই কোন আবেদনপত্র গৃহীত হবে না।

৪। **প্রার্থীর বয়স ঃ**
১লা জুলাই ২০১১ ইং তারিখে অনধিক ৩২ (বত্রিশ) বছর।
(মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষার মূল সনদপত্র অনুযায়ী বয়স নির্ধারিত হবে। এফিডেফিট গ্রহণযোগ্য নয়।)

৫। **প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ**

(ক) **ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এলএল.এম ডিগ্রী এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এ এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

(খ) **সিজিপিএ মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** কোন প্রার্থীর ফলাফল উক্তরূপ শ্রেণীর পরিবর্তে সিজিপিএ আকারে প্রকাশিত থাকলে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদে উল্লেখিত স্কেল (যেমন- ৪ বা ৫) কে প্রচলিত নম্বর পদ্ধতিতে ৮০% এর সমান ধরা হবে। তদনুসারে প্রার্থীর ফলাফলকে প্রথম শ্রেণী (৬০% বা তদূর্ধ্ব), দ্বিতীয় শ্রেণী (৪৫% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬০% এর কম), তৃতীয় শ্রেণী (৩৩% বা তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৫% এর কম) হিসাবে নির্ধারণ করা হবে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসরণ করা হবে ঃ

$$\frac{৮০}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেল (যেমন- ৪ বা ৫)}} \times \text{অর্জিত সিজিপিএ} = \text{অর্জিত শতকরা নম্বর}$$

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" সম্বলিত পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

* কোন ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তিকার নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সম্ভব না হলে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে।

(গ) **বিদেশী ডিগ্রী ঃ** বিদেশ হতে অর্জিত আইন বিষয়ে কোন ডিগ্রীকে সহকারী জজ পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে কোন প্রার্থী দাবী করলে তিনি তার অর্জিত ডিগ্রীর সনদ সংযুক্ত করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। তবে মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সার্টিফিকেটের মূল কপি প্রদর্শন ও সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৬। **প্রার্থীর শারীরিক যোগ্যতা ঃ**
সহকারী জজ পদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রার্থীকে শারিরীকভাবে সক্ষম হতে হবে। উক্ত দায়িত্ব পালনে বাধা হয় এরূপ দৈহিক বৈকল্য আছে কিনা তা যাচাই এবং প্রত্যয়নের নিমিত্ত প্রার্থীকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা মনোনীত মেডিকেল অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। শারিরীক যোগ্যতাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ কমিশন প্রকাশিত "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" সম্বলিত পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

৭। **প্রার্থীর জাতীয়তা ঃ**
প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল হতে হবে। তবে প্রার্থী যদি এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, তাহলে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৮। **চাকুরীরত প্রার্থীর করণীয় ঃ**
সরকারী অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারী সংস্থায় চাকুরীরত প্রার্থীদেরকে তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রণালয়/ উক্ত সংস্থার প্রধান কার্যালয় এর মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে।

৯। **কোটা ঃ** কমিশনের বিধি অনুসারে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও অন্যান্য কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

১০। **পরীক্ষার ধরণ, তারিখ ও পাস নম্বর ঃ**

(ক) প্রাথমিক পরীক্ষা-

সঠিকভাবে আবেদনকারী সকল প্রার্থীকে Quiz ধরনের ১০০ নম্বরের প্রাথমিক পরীক্ষায় (Preliminary Examination) অবতীর্ণ হতে হবে। কোটার সুবিধাভোগী প্রার্থীসহ সকল প্রার্থীকেই প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

(খ) *লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা-*

৫ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১০ এর জন্য ১০০০ নম্বরের লিখিত ও ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্যাদি "তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস" নামীয় পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ের ১২-১৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

(গ) প্রাথমিক, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচী বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।

(ঘ) *ন্যূনতম পাস নম্বর -*

প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৫৫%, লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহে গড়ে পাস নম্বর ৫০% এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর ৫০%।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ
লিখিত পরীক্ষার কোন বিষয়ে কোন প্রার্থী ৩০% এর কম নম্বর পেলে উক্ত বিষয়ে তিনি কোন নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। শুধু লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ পাবেন। বিজেএস পরীক্ষা একটি প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা বিধায় ন্যূনতম পাস নম্বর প্রাপ্তি কমিশন কর্তৃক মনোনয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

১১। **আবেদনপত্র ফরম এবং তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস সম্বলিত পুস্তিকার মূল্য এবং পরীক্ষার ফিসঃ**

(ক) আবেদনপত্র ফরম এবং বিস্তারিত সিলেবাস সহ প্রাথমিক, লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার আনুষঙ্গিক তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস সম্বলিত পুস্তিকার মূল্য বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা নগদ প্রদানের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ- ১২ তে উল্লেখিত সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) পরীক্ষার ফি বাবদ ৭৫০/- (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা "সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়" এর অনুকূলে এতদ্‌সংক্রান্ত নির্ধারিত | ১ | ২১০১ | ০০০২ | ২০৩১ | নম্বর কোডে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা উহার দায়িত্বপালনকারী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১২। **আবেদনপত্র ফরম (আনুষঙ্গিক ফরমসহ) এবং তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস সম্বলিত পুস্তিকার প্রাপ্তিস্থান ঃ**

(ক) সোনালী ব্যাংক লিঃ এর নিম্নলিখিত শাখাসমূহ হতে আবেদনপত্র ফরম (আনুষঙ্গিক ফরমসহ) এবং লিখিত পরীক্ষার তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাসসহ প্রাথমিক, লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার আনুষঙ্গিক তথ্য ও নির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা নগদ মূল্যে **২৬/০৭/২০১১ ইং** তারিখ হতে **১৮/০৮/২০১১ ইং** তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক খোলা থাকা সাপেক্ষে সংগ্রহ করা যাবে। শেষ তারিখ ও সময়ের পর আবেদনপত্রের ফরম ও পুস্তিকা বিক্রী বন্ধ হয়ে যাবে।

ঢাকা বিভাগ
(ঢাকা মহানগরীস্থ শাখা)
০১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা।
০২. সুপ্রীম কোর্ট শাখা, ঢাকা।
০৩. উত্তরা মডেল টাউন শাখা, ঢাকা।
০৪. বনানী শাখা, ঢাকা।
০৫. মিরপুর-১ শাখা, ঢাকা।
০৬. সদরঘাট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
০৭. ফার্মগেট শাখা, ঢাকা।

(ঢাকা মহনগরীর বাইরের শাখা)
০৮. টাঙ্গাইল শাখা, টাঙ্গাইল।
০৯. জামালপুর শাখা, জামালপুর।
১০. ফরিদপুর শাখা, ফরিদপুর।
১১. ময়মনসিংহ শাখা, ময়মনসিংহ।
১২. মানিকগঞ্জ শাখা, মানিকগঞ্জ।
১৩. গাজীপুর কোর্ট বিল্ডিং শাখা, গাজীপুর।
১৪. কিশোরগঞ্জ শাখা, কিশোরগঞ্জ।
১৫. নেত্রকোনা শাখা, নেত্রকোনা।
১৬. শেরপুর শাখা, শেরপুর।
১৭. নরসিংদী শাখা, নরসিংদী।
১৮. নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ।
১৯. মুন্সীগঞ্জ শাখা, মুন্সীগঞ্জ।
২০. মাদারীপুর শাখা, মাদারীপুর।
২১. গোপালগঞ্জ শাখা, গোপালগঞ্জ।
২২. রাজবাড়ী শাখা, রাজবাড়ী।
২৩. শরিয়তপুর শাখা, শরিয়তপুর।

চট্টগ্রাম বিভাগ
২৪. লালদিঘী কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।
২৫. পটিয়া শাখা, চট্টগ্রাম।
২৬. রাঙ্গামাটি শাখা, রাঙ্গামাটি।
২৭. খাগড়াছড়ি শাখা, খাগড়াছড়ি।
২৮. বান্দরবান শাখা, বান্দরবান।
২৯. কুমিল্লা কর্পোরেট শাখা, কুমিল্লা।
৩০. মাইজদী কোর্ট শাখা, নোয়াখালী।
৩১. কক্সবাজার শাখা, কক্সবাজার।
৩২. লক্ষীপুর শাখা, লক্ষীপুর।
৩৩. ফেনী শাখা, ফেনী।
৩৪. চাঁদপুর শাখা, চাঁদপুর।
৩৫. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শাখা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

সিলেট বিভাগ
৩৬. সিলেট কর্পোরেট শাখা, সিলেট।
৩৭. মৌলভীবাজার শাখা, মৌলভীবাজার।
৩৮. হবিগঞ্জ শাখা, হবিগঞ্জ।
৩৯. সুনামগঞ্জ শাখা, সুনামগঞ্জ।

রাজশাহী বিভাগ
৪০. রাজশাহী কোর্ট বিল্ডিং শাখা, রাজশাহী।
৪১. পাবনা শাখা, পাবনা।
৪২. বগুড়া কর্পোরেট শাখা, বগুড়া।
৪৩. নাটোর শাখা, নাটোর।
৪৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৪৫. সিরাজগঞ্জ শাখা, সিরাজগঞ্জ।
৪৬. নওগাঁ শাখা, নওগাঁ।
৪৭. জয়পুরহাট শাখা, জয়পুরহাট।

রংপুর বিভাগ
৪৮. রংপুর কর্পোরেট শাখা, রংপুর।
৪৯. দিনাজপুর কর্পোরেট শাখা, দিনাজপুর।
৫০. গাইবান্ধা শাখা, গাইবান্ধা।
৫১. কুড়িগ্রাম শাখা, কুড়িগ্রাম।
৫২. নীলফামারী শাখা, নীলফামারী।
৫৩. লালমনিরহাট শাখা, লালমনিরহাট।
৫৪. ঠাকুরগাঁও শাখা, ঠাকুরগাঁও।
৫৫. পঞ্চগড় শাখা, পঞ্চগড়।

খুলনা বিভাগ
৫৬. কুষ্টিয়া শাখা, কুষ্টিয়া।
৫৭. যশোর কর্পোরেট শাখা, যশোর।
৫৮. খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা।
৫৯. মাগুরা শাখা, মাগুরা।
৬০. বাগেরহাট শাখা, বাগেরহাট।
৬১. সাতক্ষীরা শাখা, সাতক্ষীরা।
৬২. ঝিনাইদহ শাখা, ঝিনাইদহ।
৬৩. নড়াইল শাখা, নড়াইল।
৬৪. চুয়াডাঙ্গা শাখা, চুয়াডাঙ্গা।
৬৫. মেহেরপুর শাখা, মেহেরপুর।

বরিশাল বিভাগ
৬৬. বরিশাল কর্পোরেট শাখা, বরিশাল।
৬৭. পটুয়াখালী শাখা, পটুয়াখালী।
৬৮. ভোলা শাখা, ভোলা।
৬৯. বরগুনা কোর্ট বিল্ডিং শাখা, বরগুনা।
৭০. পিরোজপুর শাখা, পিরোজপুর।
৭১. ঝালকাঠী কোর্ট বিল্ডিং শাখা, ঝালকাঠী।

১৩। **স্বহস্তে আবেদনপত্র ও অন্যান্য ফরম পূরণ ঃ**
ব্যাংক থেকে সংগৃহীত কমিশনের নির্ধারিত আবেদনপত্র, প্রবেশপত্র, পরিচিতি প্রতিপাদনপত্র ও যোগাযোগের ঠিকানা সংক্রান্ত ফরমসমূহ প্রার্থী নিজ হাতে পূরণ করবেন এবং আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে সংগৃহীত কমিশনের সীল সম্বলিত ফরম ছাড়া উক্ত ফরমের ফটোকপি, অন্য কোনভাবে প্রস্তুতকৃত ফরমের অনুলিপি বা সাদা কাগজ এ করা কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১৪। **আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিতব্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ**
আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে-

(ক) এস এস সি/সমমান ও এইচ এস সি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদের ও মূল মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি।
(খ) আইন বিষয়ে স্নাতক/এলএল.এম পরীক্ষা পাসের মূল/সাময়িক সনদের এবং মূল মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি।
(গ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এ এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্তির মূল সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
(ঘ) স্নাতক ও তদূর্ধ্ব ডিগ্রী থাকলে উহার সনদ/সাময়িক সনদের ও মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি।
(ঙ) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
(চ) আবেদনপত্রে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা যে এলাকায় অবস্থিত উক্ত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত নাগরিকত্ব/জাতীয়তা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। বিকল্প হিসাবে উক্ত স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণ স্বরূপ জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি গ্রহণযোগ্য।
(ছ) সম্প্রতি তোলা ০৫ (পাঁচ) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (পূরণকৃত আবেদনপত্র, প্রবেশপত্র ও পরিচিতি প্রতিপাদনপত্র ফরমে চিহ্নিত স্থানে সংযুক্ত করতে হবে)।
(জ) সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের অনুকূলে নির্ধারিত কোডে পরীক্ষার ফিস জমা করার প্রমান স্বরূপ চালানের মূল কপি (পূরণকৃত আবেদনপত্র ফরমে চিহ্নিত স্থানে সংযুক্ত করতে হবে)।প্রবেশপত্র, পরিচিতি প্রতিপাদনপত্র ও পত্র যোগাযোগের ঠিকানার পূরণকৃত ফরমসমূহ ।
(ঝ) প্রার্থী উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
(ট) (i) প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ২৬/০২/০২ ইং তারিখের মুঃ বিঃ মঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি।
(ii) ১৯৯৭ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
(iii) মুক্তিযোদ্ধা সনদ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা হবে।

বিঃ দ্রঃ (১) উপরে বর্ণিত যে সকল ক্ষেত্রে সত্যায়িত কাগজপত্র দাখিলের শর্ত আছে সে সকল কাগজপত্র ১ম শ্রেণীর সরকারী গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
(২) উপরে বর্ণিত যে সকল কাগজের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করার নির্দেশ আছে সেগুলির মূল কপি মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করতে হবে, অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবেনা এবং প্রার্থীতা বাতিল করা হবে।
(৩) সংযুক্ত যে কোন সনদ/মার্কশীট এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় রিপোর্ট সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

১৫। **আবেদনপত্র বাতিল ঃ**
অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য সম্বলিত বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রবিহীন আবেদনপত্র বাতিল করা হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

১৬। **পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ ঃ**
এই বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত কোন বিষয় বা তথ্য কমিশন প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এ ধরণের পরিবর্তন হলে বিষয়টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন মারফত প্রচার করা হবে।

১৭। **বিশেষ নির্দেশনা**
৬ষ্ঠ বিজেএস পরীক্ষার প্রার্থীদের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের **শেষ তারিখ আগামী ১৮/০৮/২০১১ ইং বিকাল ৫:০০ ঘটিকা** পর্যন্ত নির্ধারণ করা আছে। আবেদনপত্র সমূহ প্রাপ্তির পর কমিশন সচিবালয়ে ঐগুলি স্ক্রুটিনি করা হবে। কোন আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে বা সঠিক পাওয়া না গেলে তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। কাজেই আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে যথাশীঘ্র আবেদনপত্র দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১৮। বিজেএস পরীক্ষার ফরম এর নমুনা, তথ্য, নির্দেশনা ও বিস্তারিত সিলেবাস এবং এই বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের www.jscbd. org.bd ওয়েব সাইট- এ পাওয়া যাবে।

(মোঃ শাহেনূর)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

GD-3097

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
DHAKA POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD
(An Enterprise of the Government of the People's Republic of Bangladesh)

গণশুনানি দিবস/Public Hearing Day

সম্মানিত গ্রাহক,

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও গ্রাহকের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জনে বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যে গ্রাহক এবং কোম্পানির মধ্যে সম্পর্ক আরো নিবিড়তর করার লক্ষ্যে আগামী ২০/০৭/২০১১ তারিখ, বুধবার গণশুনানি (Public Hearing) দিবস ধার্য করা হয়েছে। ঐদিন বেলা ১১:০০ টায় ডিপিডিসি'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), এনওসিএস সার্কেল, খিলগাঁও-এর কার্যালয়ে ডিপিডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক গ্রাহকদের সমস্যা ও অভিযোগ গ্রাহকদের কাছ থেকে সরাসরি শুনবেন। ডিপিডিসি'র সম্মানিত গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা/অভিযোগ থাকলে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ডিপিডিসি'র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), এনওসিএস সার্কেল, খিলগাঁও (তালতলা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র কমপ্লেক্স, ঝিলপাড়, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯) কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে গণশুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ।